

■■ মুখতাসারুল ফাওয়ায়েদ (ইবনুল কাইয়েয়েম রহ.-এর আল-ফাওয়ায়েদ অবলম্বনে)

বিভাগ/অধ্যায়ঃ পরিচ্ছেদ: দিরহাম তথা অর্থের প্রকারভেদ রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

পরিচ্ছেদ: দিরহাম তথা অর্থের প্রকারভেদ

মানুষের অর্জিত দিরহাম বা অর্থকড়ি চার ধরণের।

- ১. যে দিরহাম আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে (সৎভাবে) এবং আল্লাহর হক আদায়ে ব্যয় করা হয়েছে, সে সব দিরহাম হচ্ছে সর্বোত্তম দিরহাম।
- ২. যা আল্লাহর অবাধ্যতা ও নাফরমানীর মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে এবং আল্লাহর নাফরমানীতে ব্যয় করা হয়েছে তা হচ্ছে সর্বনিকৃষ্ট দিরহাম।
- ৩. যে দিরহাম মুসলিমকে কষ্ট দিয়ে অর্জিত হয়েছে এবং মুসলিমকে কষ্ট দেওয়ার কাজে ব্যয় করা হয় তাও নিকৃষ্ট দিরহাম।
- ৪. আর যেসব দিরহাম জায়েয পন্থায় অর্জন করে জায়েয প্রবৃত্তির কাজে ব্যয় করা হয়েছে তা ব্যক্তির উপকারেও আসে নি বা তার বিপক্ষেও যায় নি।

এগুলো হলো অর্থকড়ির মানদণ্ড। এ ছাড়াও কয়েক ধরণের দিরহাম রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে: কিছু দিরহাম সংভাবে অর্জিত হয়েছে; কিন্তু অন্যায় পথে ব্যয় হয়েছে, আবার কিছু দিরহাম অন্যায়ভাবে অর্জিত হয়েছে; কিন্তু সংপথে ব্যয় হয়েছে। এ ধরণের অর্জন ও ব্যয় একটি অন্যটির কাফফারা স্বরূপ। যে দিরহাম সন্দেহ-সংশয়ের পথে অর্জিত হয় সেটির কাফফারা হলো সংপথে ব্যয় করা।

অর্থকড়ি ব্যয়ের সাথে যেভাবে সাওয়াব, শাস্তি, প্রশংসা ও নিন্দা সম্পৃক্ত তেমনি সেগুলো উপার্জনের সাথেও এসব দোষ-গুণ জড়িত। ব্যক্তি কোথা থেকে অর্থ উপার্জন করেছে এবং কোন পথে ব্যয় করেছে সব কিছুই জিজ্ঞাসিত হবে।

• Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=9762

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন